ত্যাগ চাই, মর্শিয়া ক্রন্দন চাহি না

অল্পশোকে কাতর, অধিক শেকে পাথর - প্রবাদবাক্য।
হুমায়ুন আজাদের উপর বর্বরোচিত জামাতি হামলা সত্যিকার অর্থেই একটি পাথর-করা শোকবহ ঘটনা যা মানুষকে অবশ করে দেয়, ভাষাকে করে স্তব্ধ। বোধ হয় এই জাতীয় কোন ঘটনার মুখোমুখী হয়েই কবিগুরু বলেছিলেন - "কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাঁশী সংগীতহারা। অমাবশ্যার কারা লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপ্নের তলে"। সত্যি সত্যিই এক ঘোর অমাবশ্যা আজ আমাদেরকে গ্রাস করে বসেছে।

ঘটনা যা ঘটার ঘটে গেছে। এখন যা বাকী আছে তা চিরাচরিত ধারায় শোক-প্রকাশ এবং অপরাধীদের বিচার দাবী। সেটা যথারীতি করা হচ্ছে এবং বেশ কিছুদিন যাবৎ চলবে। তারপর একদিন সবকিছু ঠান্ডা হয়ে যাবে এবং অপরাধীরা শ্বা-দন্ত বের করে মুচকি হাসি হেসে পরবর্তী শিকারকে কীভাবে কব্জা করা যায় তার নীল-নক্সা রচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। হুমায়ুন যদি মরে যায় ভাল, কারণ তখন তাকে আর দন্ডে দন্ডে পলে পলে মরতে হবে না, ভ্রষ্ট রাজনীতিবিদদের অবিরাম মিথ্যাভাষণের দহনে জ্বলবে না তার বিবেক, যুদ্ধপরাধী নারীধর্ষক ধর্মব্যবসায়ীদেরকে জাতীয় পতাকাবাহী রাষ্ট্রীয় গাড়ীতে চড়তে দেখে ক্ষতবিক্ষত হবে না তার হৃদয়। জীবন্ত অবস্থায় নরক-যন্ত্রণা ভোগ করার চেয়ে একেবারে মরে যাওয়া কি ভাল নয় ?
এই সরকার হামলাকারীদের বিচার করবে ? ব্যাঘ্রশাবক শিকার ধরেছে, ব্যাঘ্রী করবে শাবকের বিচার ! এ আমাদের কেমন আবদার ? শামসুর রহমানের উপর হামলাকারীদের বিচার হয়েছে ? বিচার হয়েছে ছাত্রী হলে মধ্যরাতের হামলাকারীদের কিংবা প্রফেসর আনোয়ারের উপর নির্য্যাতনকারীদের ? বিচার হয়নি, প্রমোশন হয়েছে, পুরস্কৃত করা হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে হুমায়ুন আজাদের উপর হামলাকারীদেরকেও হয়তো সবার অগোচরে পুরস্কৃতই করা হবে। পাঠক, বিশ্বাস হচ্ছে না ? তা'হলে নিম্নলিখিত ঘটনাগুলি একবার পরখ করুন:-
১। ঘটনার পর পরই বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মুসা মনসুর সাহেব বললেন- এটা কোন ছিনতাইয়ের ঘটনাও হতে পারে। হুমায়ুন আজাদের পকেটে ঐ রাতে কী পরিমান ধনরত্ন ছিল যার লোভে ছিনতাইকারী হায়েনারা তার উপর ঝাপিয়ে পড়েছিল, তার পরিসংখ্যান তিনি জানাতে পারেননি। তবে তার মতো একজন দায়ীত্বশীল ব্যক্তি অকারণে তো আর ছিনতাই-তত্ত্বের অবতারণা করেননি, এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ ছিল। তারপর দেখুন, ঐ রাতেই যখন হলের ছাত্র-ছাত্রীরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে বিক্ষোভ জানাতে হল থেকে রাস্তায় নেমে আসছিল, তখন ছাত্রদলের ক্যাডাররা পুলিশের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সাধারণ ছাত্রদেরকে হল থেকে বেরুতে বাধা দিয়েছে বলে পত্রিকার খবরে প্রকাশ। কেন ? এর পেছনের কারণটি কী ?

২। গুরুতর আহত একজন রোগীকে রক্তপাত বন্ধ হওয়ার আগেই অজ্ঞাত কারণে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান থেকে মিলিটারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হলো ! কেন ? অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে পথিমধ্যেই তার মৃত্যু হতে পারত - এ কথা বলেছেন মিলিটারি হাসপাতালের বিজ্ঞ ডাক্তাররাই।

৩। এমন একজন বরেণ্য ব্যক্তিত্বের জন্যে কোন মেডিকেল বোর্ড গঠিত হলো না, তার চিকিৎসার কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ জাতির সামনে প্রকাশ করা হলো না। দলীয় একজন পাতি কর্মী আহত হলেও রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রী হাসপাতালে ছুটে যান। এ ক্ষেত্রে তার বিন্দুমাত্র চিহ্ন দেখা তো গেলই না, বরং বিরোধীদলীয় নেত্রীকে যেতেও বাধা দেয়া হলো। বিবৃতি দেয়া হলো - এটি করা হলে নাকি রোগীর চিকিৎসা ব্যহত হবে ! মুমুর্ষ একজন রোগীকেও তার প্রিয়জনেরা দূর থেকে দেখে আসতে পারেন, ডাক্তারের সাথে আলাপ করে রোগীর অবস্থা কিংবা চিকিৎসা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে পারেন। এতে রোগীর চিকিৎসা ব্যহত হয় - এমন আজব থিওরি জোট সরকার কোথায় পেল ? জনগনকে কি তারা এতটাই বোকা ভাবেন ?

৪। ঘটনার কিছুক্ষন পরেই বিটিভি'র রাতের খবরের একেবারে শেষে একটি ছোট্ট খবর পরিবেশন করা হয়। মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য ভিভিআইপি'দের সুন্দর সুন্দর মুখ ও সুন্দরতর বাণী বিতরণের পালা শেষ হলে আওয়ামী লীগের হরতালপুর্ব সন্ত্রাসের খবর পরিবেশন করা হয় এবং সেই সংবাদটির সাথে লিংক করে বলা হয় যে হুমায়ুন আজাদ সন্ত্রাসীদের আক্রমনে গুরুতররূপে আহত হয়েছেন। সংবাদটি শুনে যে কেউ তাৎক্ষনিকভাবে মনে করতে পারেন যে আওয়ামী পিকেটাররাই ঘটনাটি ঘটিয়েছে। ঘটনা ঘটার ঘন্টাখানেকের মধ্যেই সরকারী মাধ্যম থেকে এরূপ টুইষ্ট করা সংবাদপ্রচার নিশ্চিতভাবেই প্রমান করে যে রীতিমত হোমওয়ার্কের পরেই ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে এবং সরকার ঘটনাটির প্রতিবিধানের পথে না যেয়ে রাজনৈতিক খেলা খেলতে যাচ্ছে।

৫। পরের দিন বাসাবোর ঐতিহাসিক জনসভা এবং প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ। তিনি প্রকাশ্যেই ঘোষণা দেন যে হরতালকারীরাই ডঃ আজাদের উপর হামলা করেছে। প্রতিটি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের পেছনে একটা মটিভ থাকে। মৌলবাদীরা তার উপর হামলা করতে পারে ভেবে ডঃ আজাদ পুর্ব হতেই আতংকিত ছিলেন এবং এ সম্পর্কে তিনি বিবৃতিও দিয়েছেন। তার লেটেষ্ট বইটি প্রকাশ হওয়ার পর মৌলবাদীরা এই ঢাকা শহরেই মিটিং মিছিল করেছে এবং তার প্রাণদণ্ড চেয়েছে। সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচারে প্রাথমিকভাবে এটাই প্রতীয়মান হয় যে এই হামলার পেছনে কলকাঠি নেড়েছে একাত্তরের পরাজিত জামাতচক্র। তবুও আইনের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে বলতে হয় যে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমেই কেবল আসল রহস্য উন্মোচিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহি ব্যক্তিটি কোনপ্রকার তদন্তের পুর্বেই কীভাবে পাবলিকলি ঘোষণা দিয়ে বসলেন যে আওয়ামী লীগই এর জন্যে দায়ী ? এতে করে তিনি কি এই জঘন্য ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের পথে পাহাড়সম বাধা সৃষ্টি করলেন না ? সংশ্লিষ্ট

পুলিশ অফিসাররা কি এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট মেসেজ পেয়ে গেল না যে কোন এ্যাঙ্গল থেকে মামলাটির তদন্ত পরিচালিত করতে হবে ?

দুইয়ে দুইয়ে চার মিলালে স্পষ্টই বুঝা যায় যে একটি সুপরিকল্পিত নীলনক্সার মাধ্যমেই ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে। এবং ঘটনা ঘটার পর কীভাবে রাজনৈতিক কালার দিয়ে একে হালকা করে ফেলা হবে তার ছকও আগেই তৈরী করে রাখা হয়েছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যেই তার প্রমান পাওয়া যায়। সুতরাং এই সরকারের কাছে সুবিচারের আশা যারা করেন তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। এখন সবচেয়ে আশংকার কারণ হচ্ছে - যদি হুমায়ুন বেঁচে যান ? বেঁচে উঠলে হয়তোবা আক্রমনকারীদের তিনি শনাক্তও করে ফেলতে পারেন। সেক্ষেত্রে তার বেঁচে থাকাটা আক্রমনকারী গোষ্ঠির জন্যে খুব বেশী রিস্কি হয়ে যায়। আহত হওয়ার পরও যে ব্যক্তিকে অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে হলেও হাটতে দেখা গেল, যার মুখ থেকে সজ্ঞান উচ্চারণ শোনা গেল - 'আমার চশমাটা কই' - তিনি হঠাৎ করে 'ডিপ কোমায়' চলে গেলেন ! এর পেছনে কোন মহাভারত নেই তো আবার ? না। এই অশুভ আশংকার গলা টিপে ধরে বলতে চাই - সিএমএইচ'এর কৌশলী চিকিৎসকদের সুচিকিৎসায় আমাদের আহত বিবেক শীঘ্রই সুস্থ্য হয়ে উঠুন।

শেষ করার আগে একটি বিষয়ের উল্লেখ না করে পারছি না। খবর বেরিয়েছে - তরুন লেখকেরা নাকি এই ঘটনার প্রতিবাদে বাংলা একাডেমি প্রাংগনে কান্নায় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। সংবাদটি পড়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছুটা হলেও আহত বোধ করেছি। অশ্রু তরুনদের চোখে মানায় না। লেখক হলেও তারা তরুন, তারা সুকান্ত-নজরুলের উত্তরসুরি। তাদের হৃদয়ের অশ্রুবিন্দু কলমের ডগা বেয়ে প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের আগুন হয়ে বেরুবে - এই মুহূর্তে জাতি তাই কামনা করে। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর চিরদিনই প্রাসাদ-চক্রান্তের শিকার হয়ে হত কিংবা আহত হয়। কারবালার মরুপ্রান্তরে প্রতিবাদী হোসেনকে মুরতাদ আখ্যা দিয়ে হত্যা করে ধর্মরক্ষাকারী সীমার যখন আছরের নামাজ আদায় করছিল, তার শিরস্ত্রাণের নীচে ফতোয়ার কাগজটি স্বযত্নে রক্ষিত ছিল। কারবালা থেকে ফতোয়াবাজীর যে ট্র্যাডিশন শুরু হয়েছিল, প্রতিটি মুসলিম দেশে আজ পর্য্যন্ত তা সমানতালে চলছে। এর প্রতিরোধে তরুন সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। তরুন লেখকদের চোখে আজ তাই অশ্রুবিন্দু মানায় না। নজরুলের মতো তাদেরকে আজ নূতন কোন বাণী নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। জাতিকে বলতে হবে - আর মর্শিয়া ক্রন্দন নয় - ত্যাগ চাই, প্রতিশোধ চাই।
দলমত নির্বিশেষে সমস্ত জাতি ধর্মের লেবাসধারী এই ভন্ডদের মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হোক।

ছগীর আলী খাঁন
২৯/০২/২০০৪
e-mail: sagirali2001@yahoo.com